সংবাদ

24 MAR 2016
কলাম

উলিপুরে কর্তার বদলি বাণিজ্যে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন

অসহায় শিক্ষিকার আত্মহত্যার হুমকি

প্রতিনিধি, উলিপুর (কুড়িগ্রাম)

উলিপুরে এক প্রাথমিক শিক্ষিকার ওপর নানাভাবে মানষিক নির্যাতন চলছে, প্রধান শিক্ষক থেকে পদাবনতি দিয়ে তাকে বিধিবহির্ভূতভাবে সহকারী শিক্ষক বানিয়ে তার ওপর মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। দীর্ঘদিন থেকে ঐ শিক্ষিকাকে নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন করার সর্বশেষ তার বদলীর আবেদনে সাড়া না দিয়ে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে অন্য এক শিক্ষিকার বদলির সুপারিশ করায় অসহায় ঐ শিক্ষিকা আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছে। শিক্ষা কর্মকর্তাসহ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির একটি সিন্ডিকেট পরিকল্পিতভাবে তাকে দীর্ঘ ২০ বছর ধরে নানাভাবে হয়রানি করায় সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অমানবিক এ ঘটনাটি ঘটেছে, কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে। অভিযোগ রয়েছে, বিধিবহির্ভূতভাবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষকদের বদলী বাণিজ্যে সীমাহীনভাবে জড়িয়ে পড়ায় উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

জানা গেছে, মার্চ মাসে বদলী কার্যক্রম শুরু হলে উপজেলার কিশোরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পদাবনতি প্রাপ্ত সহকারী শিক্ষিকা সেলিনা পারভিন আনন্দবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদে বদলীর জন্য আবেদন করেন। সরকারি বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অফিস আবেদনসমূহ যাচাইপূর্বক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বদলী আঁদেশ কার্যকর করবেন এবং আবেদনকারীদের জ্যেষ্ঠতার তালিকা ক্রমানুসারে অফিসের নোটিস বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেয়ার কথা। কিন্তু তা না করে টাকার বিনিময় দিনকে রাত, রাতকে দিন বানাচ্ছেন শিক্ষা কর্মকর্তা একেএম তৈফিকুর রহমান ও উচ্চমান সহকারী রুহুল আমিন। সেলিনা পারভীনের জ্যেষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও কর্মকর্তাদের চাহিদা মতো টাকা দিতে না পারায় তার স্থলে জনৈক এক সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার স্ত্রী জুনিয়র সহকারী শিক্ষিকা সাবিনা খাতুনকে ঐ বিদ্যালয়ে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে বদলী অনুমোদনের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট পাঠালে অনিয়মের ঘটনাটি প্রকাশ পায়। এরপর বঞ্চিত ঐ শিক্ষিকা জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনের বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট একাধিক দপ্তরে অভিযোগ করেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনের কারণ জানতে চেয়ে গত ১৫ মার্চ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে ৩ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন চেয়ে পত্র প্রেরণ করেন। শিক্ষা অফিসার পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পরিকল্পিতভাবে সেলিনা পারভীনের ২০০৬ সালের একটি অভিযোগসহ একাধিক কাল্পনিক অভিযোগ তৈরি করে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনের বিষয়টি ধামাচাপা দিয়ে গত ১৮ মার্চ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর একটি মনগড়া প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। অভিযোগ রয়েছে, কতিপয় শিক্ষকের একটি সিন্ডিকেট শিক্ষা কর্মকর্তাদের কব্জায় নিয়ে সহকারী শিক্ষিকা সেলিনা পারভীনকে দীর্ঘদিন ধরে হয়রানি করছেন। তারা বানোয়াট অভিযোগের ভিত্তিতে ৬ বছর ধরে ৩৯ কি. মিটার দূরবর্তী একটি বিদ্যালয়ে বদলী করিয়ে তার ওপর মানসিক নির্যাতন চালানোয় সে বিপর্যস্থ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় ঐ শিক্ষিকা সাংবাদিকদের বলেন, তাকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বদলী করা না হলে সে আত্মহত্যার পথ বেঁচে নিতে বাধ্য হবেন। উপজেলা শিক্ষা কমিটির সদস্য মাহমুদার রহমান বকুলসহ একাধিক সদস্য জানান, জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন না করেই শিক্ষা অফিসার তড়িঘড়ি করে রেজুলেশনে স্বাক্ষর নেন। জনশ্রুতি রয়েছে, জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনের ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও উচ্চমান সহকারী রুহুল আমিন শিক্ষিকা সাবিনা খাতুনের কাছ থেকে ৭৪ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন। অন্যদিকে, এ শিক্ষা অফিসের দুর্নীতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস বই নতুন বেতন স্কেলে উন্নীত করার জন্য প্রকাশ্যে সক্রিয় থাকা একটি শিক্ষক সিন্ডিকেটটির হাতে তুলে দিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা প্রতি শিক্ষকের কাছ থেকে ৫'শ থেকে ১৫'শ টাকা হাতিয়ে নেন। এ ব্যাপারে সাধারণ শিক্ষকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভ দানা বাঁধলেও হয়রানির ভয়ে কেউ মুখ খুলছেন না। উল্লেখ, উচ্চমান সহকারী রুহুল আমিন রাজারহাট শিক্ষা অফিসে থাকাকালিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ঘুষের টাকাসহ যৌথবাহিনীর হাতে ধরা পরায় ৬ মাসের কারাভোগ করেন। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা একেএম তৈফিকুর রহমান জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, শিক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এনামুল হক বলেন, কোনভাবেই জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করার সুযোগ নেই।